ঘোমটা সমাচার - দিলরুবা শাহানা

এই লেখাটি তৈরী হয়েছে বিশেষ প্রয়োজনে ও অনুরোধে কোন এক প্রকাশনার জন্য। তবে গত ২৩শে জানুয়ারীর বাংলাদেশের ডেইলী ষ্টার সংবাদ পত্রে পাঠকের পাতা য় নীচের চিঠি পড়ে মনে হল বিষয়টি সাধারন পাঠকেরও ভাবনায় দোলা দেবে হয়তো।

Daily Star: 23/1/2008 **Letters**

Headscarf issue in Tunisia

Citizens of the world, *On e-mail*

An Amnesty International report released on 13 November says that women are being tortured for using headscarf in Tunisia. AI protests such oppression by the Tunisian government. There are instances when a woman was forced to take off her scarf, slapped in public and forced to wear indecent clothes. Another woman was forced to take off scarf and even sent to prison for not agreeing to do so. There are numerous other instances which remain undisclosed.

We strongly voice our support to AI in protest against such heinous acts.

Every person has individual rights which none can violate. We urge the international media to publicise the protest of Amnesty International and of the people from all over the world.

We urge the government of Tunisia to refrain from violating the basic rights of its people .

উন্নয়ণ ও সমৃদ্ধি, জন ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রবেশাধিকারের সাথে বাহ্যিক পোশাক-পরিচ্ছদের সম্পর্ক কিছুটা হলেও আছে। পরিধেয় আচ্ছাদন ভৌগোলিক পরিবেশ, স্থানিক আবহাওয়ার দাবী, মানুষের সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের এক মিশ্রন। কারও কারও ক্ষেত্রে ঘোমটা **(Vail, Headscarf)** পোশাকের অংশ, কারোর ক্ষেত্রে স্বকীয় সাজসজ্জার রূপ। ঘোমটা, হিজাব বা পর্দ্দা নিয়ে প্রচুর লেখালেখি, পক্ষে-বিপক্ষে তর্কবিতর্ক রয়েছে অনেক এবং তা এখনো চলছে। যার পুরোচিত্র এই পরিসরের আওতায় আসবেনা, আনার প্রয়োজনও নাই। এখানে নারীপুরুষের উন্নয়নে বিশ্বসমাজে ঘোমটা কিভাবে বিবেচিত হয় ও প্রভাব ফেলে তাই দেখার অর্থপূর্ণ সামান্য প্রয়াস।

ঘোমটা বিষয়টি কোন কোন স্থানে বাধ্যবাধকতা (যেমন তালেবানী আফগানিস্তানে ও খোমেনী আমলে ইরানে); আবার কোথাও জনবহুল কর্মক্ষেত্রে হিজাব বা ঘোমটা পরিধান নিষেধ (যেমন তুরস্ক ও তিউনিসিয়া)। আবার একটা সময়ে কোথাওবা (যেমন মিশর, পাকিস্তান, বাংলাদেশ) অন্যের সংস্কৃতি বিশেষ করে পশ্চিমা সংস্কৃতি থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই মুসলমান নারীর সজ্জার অংশ হয়ে দাড়ালো ঘোমটা। *"The Battle for God"* বইতে K. Armstrong লিখছেন:

“The veiled woman has, over the years, become a symbol of Islamic self-assertion and a rejection of Western cultural hegemony.”
(First published in USA by Random House March 2000 - Page 21)

ইসলামে সাজপোষাকে, আচারআচরণে শোভন থাকার নির্দেশনা ও রীতি রয়েছে, তবে তা নারীপুরুষ দু’জনের জন্যই। ‘দৃষ্টি আনত রাখ’ এই বানী পুরুষদের ক্ষেত্রেও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। (সূরা আন নূরের ৩০-৩১ আয়াত) ।

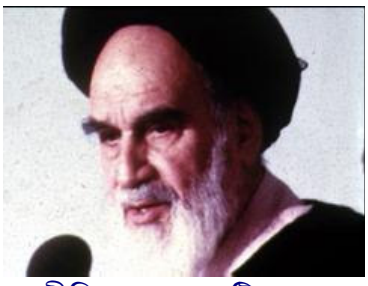

ইরানে ইসলামী বিপ্লবের নেতা আয়াতুল্লাহ্ খোমেনীর সাক্ষাৎকার নিতে গিয়েছিলেন বিতর্কিত তুখোড় সাংবাদিক ওরিয়ানা ফাল্লুচ্চী* ঘোমটা বা চাদরে মাথা আবৃত করে। একপর্যায়ে হঠাৎ ওরিয়ানা চাদর বা ঘোমটা সরিয়ে ফেলেন। এতে রুষ্ট খোমেনী কক্ষ ত্যাগ করে রীতিমত হৈচৈ সৃষ্টি করা খবরের খোরাক হয়েছিলেন।

খোমেনী যদি কোরানের আয়াত অনুযায়ী ভব্যতার রীতি মেনে দৃষ্টি আনত রাখতেন তাহলে ওরিয়ানা ফাল্লুচ্চীর ঘোমটা দেওয়া না দেওয়া দৃষ্টিগোচর হতোনা, কক্ষত্যাগেরও তখন প্রয়োজন হতোনা তার। সংবাদ মাধ্যমেও ঘোমটা বিষয় এতো আলোড়ণ তুলতোনা। চতুর সাংবাদিক ওরিয়ানা সংবাদের সন্ধান শুধু নয় সংবাদ উৎপাদনেও সমান পারদর্শী। কিছুটা বিদ্বেষপ্রসূত হয়ে ঘোমটাকে ব্যবহার করে দারুন খবর সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন এই নারী। ঘোমটার অস্ত্র এমনভাবে ব্যবহার করে ফাল্লুচ্চী খোমেনীকে সমগ্র পৃথিবীতে মুখরোচক আলোচনার বিষয়ে পরিণত করেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম উচ্চপদে আসীন নারী স্টেট সেক্রেটারী ম্যাডেলিন অলব্রাইট**। বিষয়টি উল্লেখিত হচ্ছে এই কারনে যে ম্যাডেলিন যেহেতু নারী তাকে অতো উচ্চপদে নিয়োগ দিলে মধ্যপ্রাচ্য বিশেষ করে রক্ষনশীল সৌদী আরবের সাথে কূটনৈতিক আলাপআলোচনায় যুক্তরাষ্ট্রের সমস্যা হতে পারে বলে বিল ক্লিন্টনের পরামর্শদাতারা বলেছিলেন। অথচ নারী বলে যার উচ্চপদ দ্বিধাসংকুল ছিল তিনিই যা করার করেছিলেন নিজস্ব কৌশল প্রয়োগ করে । সৌদী আরবে গিয়ে সৌদী বাদশাহ্র সাথে আলোচনার সময় যখন সৌদী মেয়েদের কোনঠাসা অবস্থা থেকে মুক্তি ও উন্নয়নের বিষয়ে ম্যাডেলিন জোড়ালো বক্তব্য রাখছিলেন - টিভিতে দেখা গেছে তখন তার সাজসজ্জার অংশ ছিল স্বচ্ছ হেডস্কার্ফ বা ওড়না বা ঘোমটা। বাস্তবে ম্যাডেলিন অলব্রাইট নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা দিয়ে রক্ষনশীল আবহেও দৃঢ়ভাবে দায়িত্ব পালন করে প্রমাণ করেছেন যে নারীও পরিস্থিতি বিবেচনা করে পদক্ষেপ নিতে পিছিয়ে পড়েনা। এতে প্রমাণ হয় যে, আসল বিষয় নারী-পুরুষ বা বাহ্যিক আবরণ নয়। মূল বিষয় হচ্ছে নারীপুরুষ নির্বিশেষে সমভাবে কর্মে প্রবেশাধিকার ও দায়িত্ব পালনের সুযোগ। সে সুযোগ কাজে লাগিয়ে ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিমত্তা ও প্রত্যুতপন্নমতিত্তের শক্তিতে নারী অবদান রাখতে পারে। নারী ঘোমটাকে কূটনৈতিক কারনে অন্যের সংস্কৃতির প্রতি সহনশীলতার চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করেও তার দায়িত্ব পালনে সক্ষম।

বাংলার মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়া ১৯০৫সালে ঘোমটা ও পর্দা আরোপ করে নারীকে পিছিয়ে রাখার তীব্র সমালোচনা করেন। কখনো ধর্ম, কখনো আভিজাত্য বজায় রাখার জন্য নারীকে অবরোধ করে তার ক্ষমতার অবমূল্যায়ন করা হয়েছে, এখনো হচ্ছে। আমাদের সমাজে একটি প্রচলিত ধারনা আছে যে ধনী পরিবারের মেয়েরা বাইরের জগতে কর্মকান্ডে অংশ নেয়না। ধনী ও অভিজাত হয়েও রোকেয়া বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। মুসলমান পশ্চাৎপদ মেয়েদের শিক্ষাঙ্গনের আলোর ছোঁয়া পেতে সাহায্য করেন।

পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে ঘোমটা নারী ও সমাজ দুই পক্ষকে একইভাবে বঞ্চিত করে পারস্পরিক গুণগত ক্ষমতার আদানপ্রদানে। নারী বঞ্চিত হয় সমাজে চর্চ্চিত জ্ঞানজ্ঞান, শিল্পসাহিত্য, রাজনৈতিকগঠনমূলক কর্মকান্ড থেকে আত্মসমৃদ্ধ হতে। অপর দিকে সমাজ বঞ্চিত হয় উল্লেখিত কর্মকান্ডে নারীর সম্ভাবনাময় অবদান থেকে।

খুব বেশীদিন হয়নি বাংলাদেশ সিল্ক কাপড় উৎপাদনে দারুন অগ্রগতি সাধন করেছে। রেশমপোকার খাদ্য তুঁত গাছের পাতা। সে তুঁতগাছের চারা পাহারা, রেশম পোকাপালন, রেশমগুটি থেকে সিল্ক সুতা বুনন সব কাজে আছেন নারী। তবে সমস্যা বেঁধেছিল রাস্তার পাশে সারি করে লাগানো তুঁতের চারা পাহারা দানে গ্রামীণ নারীর উপস্থিতি। বাকী দুই কাজতো ঘরে বসেই করা যায়। স্বার্থান্বেষী একদল পর্দার দোহাই তুলে নারীদের তুঁতের চারা পাহারার কাজ থেকে বিতাড়িত করতে সক্রিয় হয়। এককথায় নারীদের কাজ থেকে, রোজগার থেকে, শক্তি অর্জন থেকে বঞ্চিত করাই ছিল এদের উদ্দেশ্য। তবে মেয়েরা সেসময় মাথায় ঘোমটা রেখেই রুখে দাড়িয়ে তুঁতের চারাকে তুঁতবৃক্ষে রূপান্তরিত করেন। তাতে দেশসমাজ যেমন সমৃদ্ধ হয় তেমনি তারাও নির্ভরশীল, নম্র অসহায় অবস্থান থেকে শক্তিশালী এবং সামান্য পরিমানে হলেও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী মানুষ হয়ে উঠেন।

কবি সুফিয়া কামাল কাব্যচর্চ্চা, লেখালেখিতে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখলে তাঁর ব্যক্তিগত লোকসান কিছুই হতোনা। তবে সমাজ বঞ্চিত হতো এই আলোকবর্তিনীর আলো থেকে। সুফিয়া কামাল নিজের কথায় ও কাজে মেয়েদের অনুপ্রাণিত করেছেন বৃহত্তর সমাজজীবনে সংগঠিত ভাবে সম্পৃক্ত হতে। ঋদ্ধ হতে, অবদান রাখতে। সুফিয়া কামাল ঘোমটা মাথায় রেখেই মেয়েদের মুক্তি ও উন্নতির লক্ষ্যে আজীবন কাজ করেছেন। তাঁর কাজে ঘোমটা কোন বাঁধাই হয়ে উঠেনি। লক্ষণীয় যে উঁনি নিজের পোষাকের 'মডেল' অন্যান্যদের উপর চাপিয়েও দেননি। ম্যাডেলিন অলব্রাইট নারী বলে তাকে সর্ব্বোচ্চ দায়িত্ব দিতে অনেকের অনীহা ছিল, ঠিক তেমনি গ্রামের মেয়েদেরও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে সচেষ্ট ছিল একদল। দুই ক্ষেত্রেই ঘোমটাকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে নারীকে তার অগ্রযাত্রায় বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

---

* ইতালীয় ভাষায় ওরিয়ানা ফাল্লুচ্চী বলেই ডাকা হয়। যদিও বাংলা পত্রপত্রিকায় ফাল্লুজ্জী বা ফাল্লুসী লিখিত হয়েছে কখনো সখনো।

** Madeleine Korbel Albright(born Marie Jana Korbelova on May 15,1937) was the first woman to become United States Secretary of State